৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৬ জুন ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

চাঞ্চল্যকর তিন্নি হত্যা মামলাটি চলে যাচ্ছে হিমাগারে। এ মামলার পরিণতি সাধারণ মামলার মতোই রূপ নিচ্ছে। হত্যার প্রধান হোতা গোলাম ফারুক অভি এখন ব্যাংককে। অদৃশ্য শক্তির হাতছানিতে তিন্নি হত্যার পর অভি দেশে থাকতেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। হয়তো পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতায় অভি দেশ ত্যাগ করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইডি কর্মকর্তারা মামলাটিকে ক্রমেই রহস্যের জালে আবদ্ধ করছে। যাতে মামলার অপমৃত্যু ঘটে। বরং মামলার গতিধারা প্রবাহিত হয়েছে তিন্নির চরিত্রকে ঘিরে। তিন্নি ৯ নবেম্বর রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন। কার সঙ্গে গিয়েছিলেন এসব কিছুই সিআইডি এখনো জানতে পারেনি। সিআইডি জানতে পারেনি কীভাবে তিন্নিকে বা তিন্নির লাশকে বুড়িগঙ্গার চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে নেয়া হয়েছিলো।

হিমাগারে রক্ষিত তিন্নি হত্যা মামলার চার্জশিট কবে হবে, কেউ জানে না। এখানে চলছে নানা রকমের লবিং। তিন্নি হত্যা মামলার রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে কেউ কেউ। সরকারের একটি পক্ষ অভিকে বাদ দিয়ে অথবা খুব দুর্বল যুক্তি দিয়ে অভিকে আসামি করেই দ্রুত চার্জশিট দিয়ে দেয়ার পক্ষে। তাহলে অভি কোর্টে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে।

তিন্নি হত্যাকান্ডের কিছুদিন পর অভি কোলকাতায় যায়। কিছুদিন কোলকাতায় থাকে। তারপর কোলকাতা থেকে চলে যায় নেপাল। নেপালে অবস্থান করে মাসখানেক। সেখান থেকে মে মাসের প্রথম দিকে অভি চলে যায় ব্যাংকক। এখন সে ব্যাংককেই অবস্থান করছে। জানা গেছে, অভি থাকে ব্যাংককের উরাপ্পা হোটেলে। সেখানে অভির জন্য অর্থ চলে যায়।

আসলে অভিদের সব সময় আড়ালে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে তাদের গডফাদাররা। অভিরা ধরা পড়লে গডফাদারদের চরিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তিন্নিকে অভি তার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। ঢাকা শহরের অনেক প্রভাবশালী 'বিশিষ্ট' ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিন্নির নাম। এরাই অভির শেল্টারদাতা। অভিদের তারা কখনো তাদের চরিত্র উন্মোচনের সুযোগ দেয় না। সব সময় অভিদের শেল্টার দেয়। যখন একান্তই না পারে, তখন অভিরা নিহত হয় কালা ফারুকদের মতো। এক কালা ফারুকের মৃত্যু হয়, জন্ম নেয় অসংখ্য কালা ফারুক। গডফাদাররা সব সময়ই থেকে যায় অক্ষত। বাংলাদেশে অভির এখন কোনো বন্ধু নেই।

আসলে অভিরা আমাদের দেশের কলুষিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্ট। আগামী দিনে তিন্নিদের নিরাপদ জীবনের জন্য শুধু অভিদের বিচারই যথেষ্ট নয়, দরকার অভিদের গডফাদারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com